বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
Website : www.brdb.gov.bd

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০.০০.১০২.০৯.২২৩.১৯.৭৬৬৬ তারিখ: ২৯ আগস্ট, ২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ বিআরডিবি'র উত্তম চর্চাসমূহের (Best Practices) তালিকা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ অর্থবছরের সূচক ৫.১ এর আলোকে বিআরডিবি'র উত্তম চর্চাসমূহের (Best Practices) তালিকা প্রণয়নপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ
মহাপরিচালক
ফোন: ৮১৮০০০২
E-mail : dgbrdb@gmail.com

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব (প্রতিষ্ঠান-২)]।

D:\ Pradip/Ministry Letter

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত উত্তম চর্চাসমূহঃ

সামাজিক উন্নয়ন কৌশল (Social Development Strategy):

১। কুমিল্লা মডেল এর দ্বি-স্তর সমবায় (Two-Tier) পদ্ধতির আওতায় তদারকী ঋণ (Supervise Credit) ও জামানত বিহীন ঋণ সঠিকভাবে বাস্তবায়নঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ষাটের দশকের শেষভাগে পল্লী এলাকার জনগণকে সংগঠিত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক খাদ্য উৎপাদন, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সম্প্রসারণ, উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা, কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পল্লী অঞ্চলের কর্মসংস্থান সৃজন করার লক্ষ্যে সনাতন সমবায় পদ্ধতি বা এক স্তর সমবায় পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে ড. আখতার হামিদ খাঁন কর্তৃক উদ্ভাবিত 'কুমিল্লা মডেল' বা ''দ্বি-স্ত সমবায় ব্যবস্থা'' যা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) নামে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** সারথি প্রকল্প (Pilot Project) হিসেবে প্রবর্তিত সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি) বা ''দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থা '' এর সফলতার প্রেক্ষাপটে পল্লী উন্নয়নের পরীক্ষিত পদ্ধতি হিসেবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)'কে সারা দেশে সম্প্রসারিত করা হয়। ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আইআরডিপি এর বিশাল অবদানের স্বীকৃতি এবং পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে Strategy হিসেবে ব্যাপক কর্মসূচীতে অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং আইআরডিপি'র মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে Multi Dimensional and Multi Sectoral Strategy গ্রহণ করা হয়। ফলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এর কার্যক্রম বিশেষভাবে গ্রামীণ সংগঠন সৃষ্টি, নেতৃত্বের বিকাশ, কৃষির আধুনিকায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নিজস্ব সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণের ভিত্তি রচনায় ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। বিআরডিবি'র সমিতি গঠন, সদস্য নির্বাচন, সদস্যদের পুঁজি গঠন, ঋণ বিতরণ ও আদয়ের ক্ষেত্রে সরকারের একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনামের সাথে কাজ করছে। বিআরডিবি'র সুসংহত পদসোপান অনুযায়ী ফিল্ড এডমিনিস্ট্রেশন দেখার জন্য যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন পরিচালক এর নেতৃত্বে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ইউনিট নিবিড়যোগাযোগ ও তদারকীর মধ্যে থেকে কাজ করে। বিআরডিবি'র আওতাধীন ক্ষুদ্র ঋণ হলো সুপারভাইস ক্রেডিট। এছাড়া বিআরডিবি'র উপজেলা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি কমিটির মাধ্যমে স্বচ্ছতার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যগণকে কোন ধরণের জামানত প্রদান করতে হয়না। একটি ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে বিআরডিবি'র ঋণ জামানত বিহীন (Co lateral Free)। ফলে এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকায় ঋণ বিতরণ ও আদয়ের ক্ষেত্রে ঋণ খেলাপী হয়নি। দ্বি-স্তর সমবায়সহ অন্যান্য পল্লী উন্নয়ন েদলের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃজন ও দারিদ্রবিমোচনের জন্য শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ১৪২১৮১৫.১৯ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ১২৮২৩৩০.৬০ লক্ষ টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৯৭%। সদস্যদের শেয়ার জমার পরিমান ১১০৫৯.৬২ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমান ৪৮৪৮৪.৫১ লক্ষ টাকা। আশি ও নব্বইয়ের দশকের সবুজ বিপ্লব এ দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে। শুরু হতে দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে দেশের পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নসহ সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নে কাজ করায় BIDS ২০১০ সালে বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সমীক্ষা করে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃবিআরডিবি'র সার্বিক কর্মকান্ডের ফলে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদানের পরিমান হচ্ছে প্রায় ১.৯৩%;

২। গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নঃ

স্বাধীনতা উত্তর গ্রামীণ নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বিআরডিবিই সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সালে পল্লীর মহিলাদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দেশের ২৮টি উপজেলায় ১৬৭.১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ" নামে কর্মসূচী চালু করে। এ প্রকল্পটি নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বাল্য বিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা রোধ, সঠিক সময়ে সন্তান নেয়াসহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনার মত একটি স্পর্শকাতর কর্মকান্ডে পথিকৃতে ভুমিকা পালন করেছে। এ প্রকল্পটি কয়েক দফা বাস্তবায়নের পর ১৯৯৬ সালে সমন্বিত গ্রামীন মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী (সমক) চালু করা হয়। এর সফলতার প্রেক্ষিাপটে ৭১০টি পদ বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৫৬১৬২টি সমিতিতে ২১,৪০,১৩৮ জন মহিলা সদস্য বিআরডিবি'র কার্যক্রমের সাথে আওতাভূক্ত রয়েছে। বিআরডিবি ভূক্ত মহিলা সদস্যাগণ শেয়ার ও সঞ্চয় জমা ৫১৭৮.৩৮ লক্ষ টাকা পুঁজি গঠন করেছে যা পল্লী অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানেও বিআরডিবি নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে। বিআরডিবি'র নিজস্ব কার্যক্রমের মধ্যেই মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ নামে একটি পৃথক অনুবিভাগ রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে 'দরিদ্র মহিলাদের সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প' শুধুমাত্র নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্পে বর্তমানে ২৮৩৭টি সংগঠনের আওতায় ৭১০২৩ জন নারী দেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত আছে। বিআরডিবি পরিচালিত ও বাস্তবায়িত অন্যান্য প্রকল্পেও উপকারভোগীদের ৬০-৭০% নারী।

৩। কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টিঃ

শুরু থেকে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে কৃষকদের নিকট ন্যায্য মূল্যে সার বীজ সরবরাহ করার নিমিত্ত বিএডিসি'র সহযোগিতায় সার ও বীজ বিপনন শুরু করে। কিন্তু দেখা যায় কৃষক আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ফসল ওঠার পরপরই মধ্যস্বত্তভোগী ফড়িয়া চক্রের চক্রান্তের কারণে তা স্বল্প বাজারমূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় কৃষকের ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণের কার্যক্রম শুরু করে। এই বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় কৃষক ফসল উঠার পর চলমান বাজার মূল্যে নগদ অর্থ গ্রহণ করে তার ফসল বিআরডিবি'র গুদামে রেখে যেত। পরবর্তীতে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পেলে নির্দিষ্ট কমিটির মাধ্যমে গুদামজাত ফসল বিক্রির ব্যবস্থা করা হতো। ফসল বিক্রয় করে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যেত তার ৫০-৬০% সংশ্লিষ্ট কৃষককে দেয়া হতো এবং অবশিষ্ট অর্থ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় হতো। এই বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের জন্য বিআরডিবি'র পক্ষ হতে বিভিন্ন উপজেলায় ১৬৯ টি গুদাম ঘর নির্মাণ করা হয়। বিআরডিবি'র মহিলা ও বিত্তহীনদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ১৯৮৯ সালে 'কারুপল্লী' এবং 'পল্লী বাজার' ও 'বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র' নামে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিআরডিবি মহিলা ও বিত্তহীনদের জন্য যেসকল কর্মসূচি বা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, সেগুলোর উপকারভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণের নিমিত্ত ঢাকায় ০২টি, ফরিদপুরে ০১টি, রংপুরে ০১টি, কুড়িগ্রামে ০১ টি, ভালুকা- ময়মনসিংহে ০১টি, যশোরে ০১টি ও খুলনায় ০১ টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেছে। যা বর্তমানেও চলমান আছে।

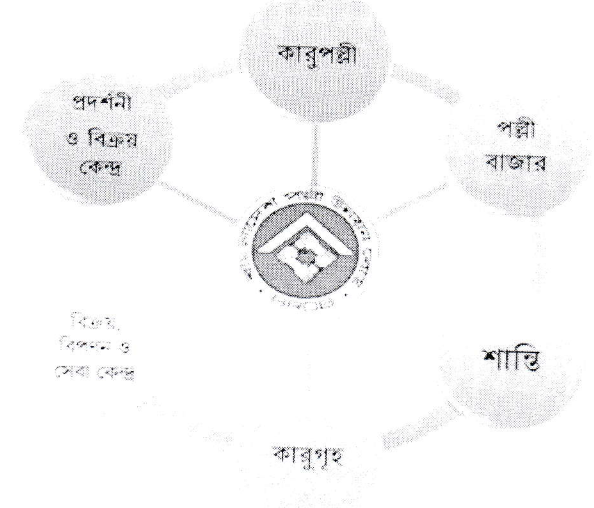

৪। জবাবদিহি ও অংশিদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়নঃ

জাপানী সাহায্য সংস্থা জাইকা'র সহযোগিতায় জবাবদিহি ও অংশিদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করা এবং গ্রামীণ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী জাতিগঠনমূলক দপ্তরের কার্যক্রমকে ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যা লিংক মডেল নামে পরিচিত। স্থানীয় চাহিদানুযায়ী গ্রাম পর্যায়ে ছোট ছোট উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প সহায়তা (৭০%), ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তা(২০%) ও উপকারভোগী জনসাধারণের অংশগ্রহণের (১০%) মাধ্যমে গৃহিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এতে করে অন্য যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের আওতায় অল্প ব্যয়ে অধিক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এ কার্যক্রমের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এলাকার জনগণ ১০০% ইউনিয়ন ট্যাক্স পরিশোধ করে থাকেন।

কার্য সহজীকরণ (Works Simplification):

১। বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ের সন্মুখভাগ এবং সম্মেলন কক্ষ আধুনিকীকরণঃ

বিআরডিবি'র পল্লী ভবনের করিডোরসহ সন্মুখভাগে এবং সম্মেলন কক্ষ আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বিআরডিবি'র আওতাধীন বিভিন্ন সভা, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার পল্লী ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া বিআরডিবি'র বোর্ড মিটিংগুলোও এখন থেকে এখানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফলে বিআরডিবি'র কাজের মান ও গতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বোর্ড সভা উপলক্ষ্যে প্রায়শ বিআরডিবি'তে আগমন করেন। ফলে কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনাঃ

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মস্থলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিআরডিবি এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সদর দপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছে।ফাইলে লাল ফিতার দৌরাত্ম কমানোর লক্ষ্যে কাগজের কম ব্যবহারের **(Less paper not paper less)** মাধ্যমে সেবাগ্রহিতা বান্ধব অফিস তৈরী করা ই-ফাইলের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিআরডিবি'র সদর কার্যালয়ের প্রায় প্রতিটি সেকশনে ই-ফাইলের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

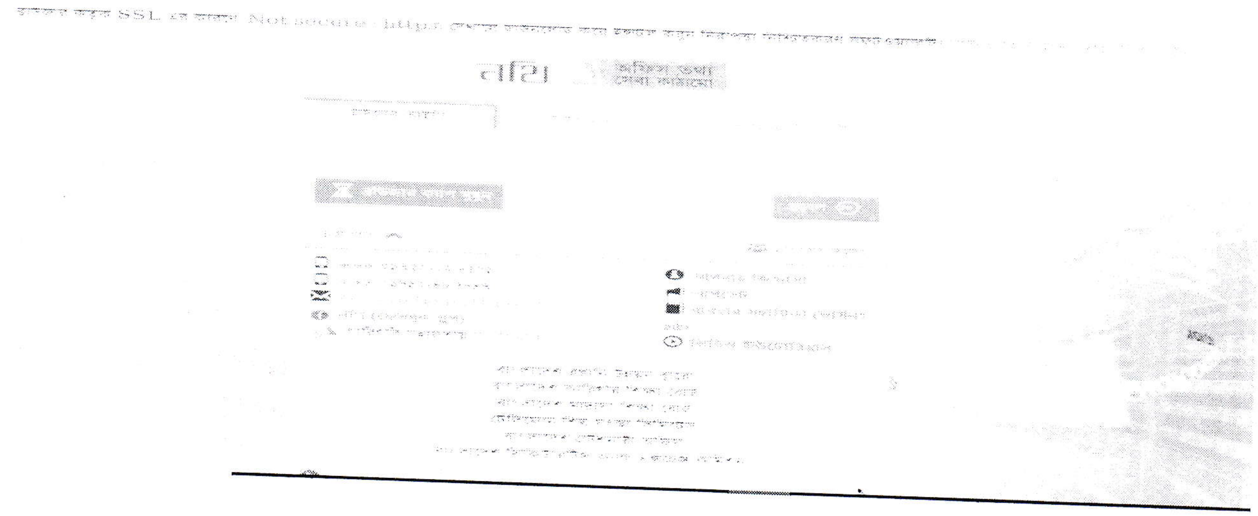

পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা (Monitoring Management):

১। Finger print এর মাধ্যমে সদর দপ্তরের কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ:

সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সময়মত অফিসের হাজিরা ও প্রস্থান নিশ্চিতকল্পে সম্প্রতি ফিংগার প্রিন্ট মেশিনে ডিজিটালাইজড হাজিরা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া সদর দপ্তরের নিরাপত্তা, কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সদর দপ্তরে আগত সেবাগ্রহীতা/অতিথিদের গতিবিধি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রবশেদ্বারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফ্লোর, করিডোর ও শাখায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক কাজের গতিশীলতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। কর্পোরেট মোবাইল সীম (Field force Locator) ব্যবহারের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মচারীদের কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিতকরণ:

সদর দপ্তর, জেলাদপ্তর, উপজেলা দপ্তরসমূহের মধ্যে টেলিফোন নেটওয়ার্ক সচল রয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ ও সুবিধাভোগীদের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষার জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ২২৫০টি কর্পোরেট মোবাইল সিম সরবরাহ করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক এর সহযোগিতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের অবস্থান জানার মাধ্যমে মাঠ কার্যক্রম অনুসরণের জন্য ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

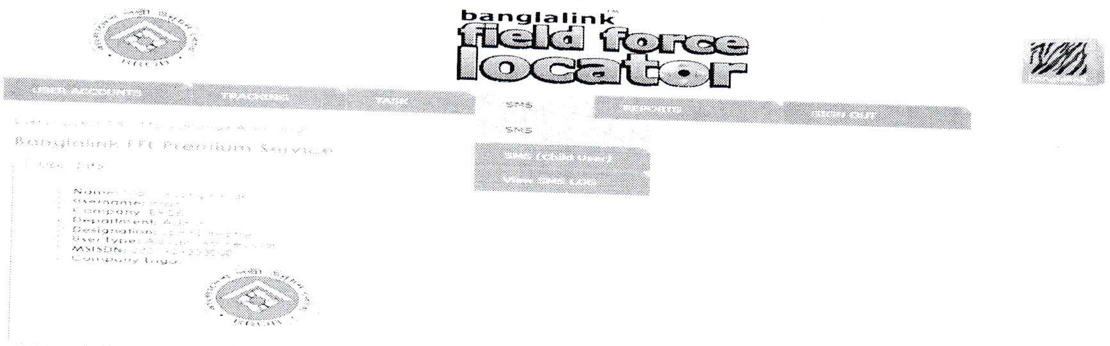

৩। সমিতি/দলের ভৌগলিক অবস্থান GPS এর মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ:

বিআরডিবি'র বাস্তবায়নাধীন ইরেসপো প্রকল্প কর্তৃক মাইক্রোফিন্যান্স সফটওয়ার (MFS) প্রবর্তন করা হয়েছে। এটি মূলত সদস্যদের ডাটাবেইজ, MIS and AIS সমন্বিত সফটওয়ার যার মাধ্যমে সদস্যদের তথ্য, সঞ্চয়, ঋণের তথ্য এবং যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় । এছাড়া এ সফটওয়্যার এর GPS সিস্টেম এর মাধ্যম মাঠ পর্যায়ে মাঠকর্মী সংশ্লিষ্ট সমিতিতে গমন করছেন কিনা তা জানা যায়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীগণ সমিতিতে গিয়ে তারসহ সমিতির সদস্যদের একটি সেলফি (ছবি) উঠিয়ে আপলোড করে দিলে তাঁরে অবস্থান নিশ্চিত হওয়া যায়। ফলে এখন মাঠ পর্যায়ে মাঠকর্মীগণ সমিতিতে ভ্রমন করছেন কিনা তা সদর দপ্তর হতে সরাসরি মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।

৪। পিডিএস ও সার্ভিস প্রোফাইল বুক তৈরীঃ

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য অনলাইনভিত্তিক পিডিএস সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ডবুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের অনলাইন সফটওয়্যারে রেজিস্ট্রেশন আবেদন ও সফটওয়্যারের Administrator কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে এ সফটওয়্যারে প্রবেশ করা এবং ব্যক্তিগত/চাকরি সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রি করা যায়। এছাড়া বিআরডিবি'র সকল সেবা সম্পর্কে জানতে সার্ভিস প্রোফাইল বুক তৈরী করা হয়েছে। এতে বিআরডিবি'র প্রোফাইল, নাগরিক সেবাসমূহের পরিচিতি ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের http://brdb.gov.bd/images/demo/book_no_17_brdb.pdf লিংকে বিআরডিবি'র সার্ভিস প্রোফাইল বুক এর সফটকপি পাওয়া যায়। এই লিংকে গিয়ে যে কেউ বিআরডিবি'র সেবাসমূহ ও সেবাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কর্মস্থলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লিংকের সাহায্য নিতে পারেন।

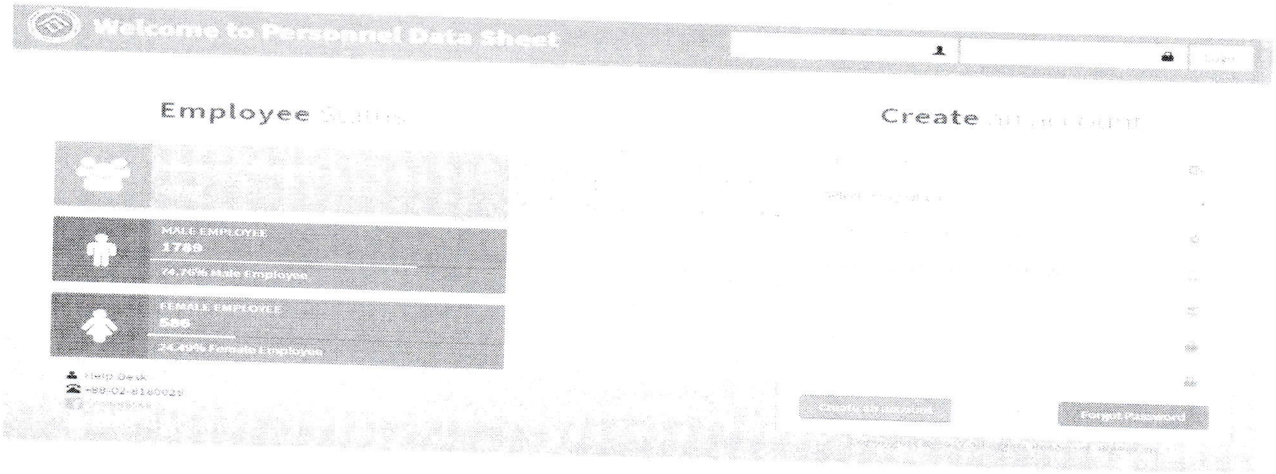

৫। পেনশন প্রদান সহজীকরণঃ

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের পেনশন নিয়মিত পরিশোধ করা হয়। ০১/০৮/২০১৮ থেকে ২২/০৮/২০১৯ পর্যন্ত মোট ৬৩৩ জন কর্মকর্ত/কর্মচারীর বিপরীতে ১৪৭,২৩,১০,০২৯/- টাকা এককলীন আনুতোষিক ও ছুটি নগদায়ন পরিশোধ করা হয়।